গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মে/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**নাজিমউদ্দিন চৌধুরী** **সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**
তারিখ	:	**২৮-০৫-২০১৭**
সময়	:	**সকাল ১১.০০ টা**
স্থান	:	**বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ**
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার কার্যপত্র অনুসারে এপ্রিল/২০১৭ মাসের তথ্য নিয়ে উপসচিব (প্রশা:-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। গত ৩০-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।
২। গত ৩০-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**অনিষ্পন্ন বিষয়:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট দপ্তর/সংস্থা ও দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের শাখা/অধিশাখা পর্যায়ে অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সকল দপ্তর/সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের অনিষ্পন্ন বিষয়ের তথ্য, ছক মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে; প্রেরিত ছকে সংক্ষিপ্ত আকারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে; (খ) সকল দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত পত্রাদি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের শাখা/অধিশাখায় ০৩ (তিন) দিনের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন থাকলে তার তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক প্রত্যেক মাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (গ) সকল দপ্তর/সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করতে হবে; (ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক তাদের **মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষাণ্মাসিক/বার্ষিক** প্রতিবেদনে তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক নির্ভুল/হালনাগাদ তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন; (ঙ) প্রতিটি অনুবিভাগ এর যুগ্ম-সচিবগণ নিয়মিতভাবে শাখা ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত অনিষ্পন্ন তালিকা পর্যালোচনা পূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতিরিক্ত সচিবগণ এ বিষয়টি তদারকি করবেন; এবং (চ) সমন্বয় সভা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	সভায় এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাকালে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (অপারেশন) এর নেতৃত্বে পেট্রোবাংলা, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, আরপিজিসিএল, এলপি গ্যাসসহ এ বিভাগের একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, লুব্রিকেটিং অয়েল, রি-রিফাইনিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।	(ক) এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে; (খ) অবৈধভাবে স্থাপিত লুব ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট ও রি-রিফাইনিং প্ল্যান্ট এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং (গ) অনুমোদিত প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে উৎপাদিত লুব অয়েলের গুণগত মান রক্ষার জন্য নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে নজরদারী রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.১	**অডিট আপত্তি:** পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০১৭ মাসের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩৬৫৬টি। আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৭১৮৩৫৭২.৪৪ লক্ষ টাকা। চলতি মাসে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ০৮টি। নিষ্পত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ১২০.৫৮ লক্ষ টাকা। ০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-০৫-২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৮টি। এ ছাড়া, অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে ৩৫৬৮টি। আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ২৫৮৫.২৪ লক্ষ টাকা। এপ্রিল/২০১৭ মাসে দ্বি-পক্ষীয় সভা হয়েছে ০১টি এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২টি । বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০১৭ মাসের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ২৬৪০টি। আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৪৯৭৮৩৭৮.৯০ লক্ষ টাকা। চলতি মাসে দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ অডিট আপত্তিসমূহ বিষয় ভিত্তিক দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবেন; (খ) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রতিমাসে কমপক্ষে দু'টি করে দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করবে। এ বিভাগের পিএ কমিটি'র সভা ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত করতে হবে; (গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার উপ-সচিব মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের অডিট কার্যক্রম তদারকি করবেন। তিনি প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং দপ্তর/সংস্থার দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভায় যোগদান করবেন; (ঘ) অডিট আপত্তিসমূহের খসড়া অনুচ্ছেদ এবং অগ্রগামী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং (ঙ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তাদের স্ব স্ব অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৪.১	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** পেট্রোবাংলা ও অধীনস্থ এর কোম্পানিসমূহের বিভাগীয় মামলার বিগত মাসের জের ৩৮টি এবং চলতি মাসে ০১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বিধায় মোট মামলা সংখ্যা ৩৯টি। চলতি মাসে ০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ০৩ মাসের কম সময়ের অনিষ্পন্ন মামলা ০৫টি। ০৩ মাসের বেশি কিন্তু ০৬ মাসের কম সময়ে মামলা অনিষ্পন্ন ১৮টি। ০৬ মাসের বেশি কিন্তু ১২ মাসের কম সময়ে মামলা অনিষ্পন্ন ০৩টি। ১২ মাসের বেশি সময়ে মামলা অনিষ্পন্ন ০৬টি। সাময়িক বরখাস্ত ০৪টি এবং মাস শেষে মোট মামলা অনিষ্পন্ন ৩২টি। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এ অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের শাখা/অধিশাখা নিয়মিতভাবে নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করবে; (খ) শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫/ কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধিমালা, যার জন্য যা প্রযোজ্য সে মোতাবেক বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০১৭ মাসে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা মোট ২০৩৪টি। বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০১৭ মাসে বিচারাধীন প্রশাসনিক মামলার সংখ্যা মোট ১৫৯টি এবং বিচারাধীন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা মোট ৫৪টি। পেট্রোবাংলা/বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের আদালতে বিচারাধীন সকল মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিচারাধীন মামলাসমূহের রায় যাতে সরকারের তথা সংস্থা/কোম্পানির বিপক্ষে না যায় সে লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত এবং যথাসময়ে তদারকি করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়াও, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয়ে আলোচনা করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে; (গ) শ্রম আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে; (ঘ) জিএসবি, বিএমডি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৬.১	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক অনুসারে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (খ) অবসর ভাতা সহজিকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৭.১	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** ৬.১ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর সংস্থাসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করতে হবে; (খ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে তফসিলভুক্ত মোট সম্পত্তির পরিমাণ, দখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ এবং বেদখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (গ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কতটি রিট মামলা চলমান আছে তার তথ্যাদি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (ঘ) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৮.১	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** সভায় এ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র (Annual Performance Agreement)-অনুযায়ী শতভাগ অর্জনের বিষয় এবং **মাসিক/ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক** অর্জন যথা সময়ে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্রের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রতিমাসে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং **মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক** কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক প্রতিমাসের ০৪ (চার) তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

		(খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এপিএ বাস্তবায়নের অগ্রগতি দপ্তর/সংস্থা ও অনুবিভাগসমূহ কর্তৃক তাদের মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা করে কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্তকরণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং আলোচ্য মাসে সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত ছিল কিন্তু সম্পন্ন হয়নি সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে। (গ) এ বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এপিএ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রণীত সময়সূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে।	
৯.১	**ই-ফাইলিং চালুকরণ ও প্রকল্প পরিদর্শন ও শাখা পরিদর্শন:** এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় শতভাগ ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা এবং এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ (বিশ) টি করে নথি নিষ্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ (বিশ) টি করে নথি নিষ্পন্ন করতে হবে; এবং (খ) এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (গ) কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সচিবালয় নির্দেশিকা অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও কর্মকর্তা।**
১০.১	**বিবিধ:** সভায় বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এ উৎপাদিত কনডেনসেট, বিভিন্ন এলাকার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং লুব ওয়েল বাজারজাত করণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং পরিমাণ নিশ্চিতকরণের বিষয়েও আলোচনা হয়।	(ক) বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল কর্তৃক উৎপাদিত তরল পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমেটেড আরও বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করবে; (খ) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করবে; (গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত কনডেনসেট যথাযথভাবে পরিশোধন করে বাজারজাত করা হচ্ছে কিনা সে বিষয় বিপিসি কঠোর নজরদারী ও তদারকি করবে; (ঘ) দেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্প হতে সরবারহকৃত জ্বালানি তেলের গুণগতমান এবং সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটর করতে হবে; (ঙ) দেশের ভেজাল তেলের বিস্তার ও অবৈধ ক্রয় বিক্রয় বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিয়মিত মনিটর করতে হবে; (চ) যে সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি অবৈধভাবে লুব অয়েল বাজারজাত করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে; (ছ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**

		(জ) সংস্থা প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পূর্বেই সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। এ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী গুরুত্বসহকারে পাঠ করার জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	

১১.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০৬/২০১৭
(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নং-২৮.০০.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৬(অংশ)- ২৭৮

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ / ০৭ জুন ২০১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম।
২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্ন:/পরি:)/(প্রশা:/অপা:)/(উন্ন:)/(পরি:)/(ব্লু ইকনোমি সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৪। মহাপরিচালক, বিপিআই, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৬। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, জিএসবি, ঢাকা।
৮। সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯। সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১০। পরিচালক, বিএমডি, ঢাকা।
১১। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ঢাকা।
১২। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল/বিজিডিসিএল/জেজিটিডিএসএল/পিজিসিএল/কেজিডিসিএল/ বিজিএফসিএল/ এসজিএফএল/জিটিসিএল/বাপেক্স/আরপিজিসিএল/বিসিএমসিএল/এমজিএমসিএল/ এসজিসিএল/পদ্মা অয়েল কোং লি:/মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি:/যমুনা অয়েল কোং লি:/ইআরএল/এলপিজি, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৪। আইসিটি কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

০৭/০৬/২০১৭
(মোঃ ঈদতাজুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন নং: ৯৫৫৮৫৮৯

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০১৭ মাসে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা মোট ২০৩৪টি। বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের এপ্রিল/২০১৭ মাসে বিচারাধীন প্রশাসনিক মামলার সংখ্যা মোট ১৫৯টি এবং বিচারাধীন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা মোট ৫৪টি। পেট্রোবাংলা/বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের আদালতে বিচারাধীন সকল মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিচারাধীন মামলাসমূহের রায় যাতে সরকারের তথা সংস্থা/কোম্পানির বিপক্ষে না যায় সে লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত এবং যথাসময়ে তদারকি করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়াও, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয়ে আলোচনা করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে; (গ) শ্রম আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে; (ঘ) জিএসবি, বিএমডি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৬.১	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক অনুসারে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (খ) অবসর ভাতা সহজিকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৭.১	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** ৬.১ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর সংস্থাসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করতে হবে; (খ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে তফসিলভুক্ত মোট সম্পত্তির পরিমাণ, দখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ এবং বেদখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (গ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কতটি রিট মামলা চলমান আছে তার তথ্যাদি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (ঘ) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৮.১	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** সভায় এ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র (Annual Performance Agreement)-অনুযায়ী শতভাগ অর্জনের বিষয় এবং **মাসিক/ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক** অর্জন যথা সময়ে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্রের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রতিমাসে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং **মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক** কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক প্রতিমাসের ০৪ (চার) তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।